স্বত্ত্বভোগের অধিকার অস্বীকার করেছিল। আর কোরিয়ার ক্ষেত্রে জাপানকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয় নি।

রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ জটিল ছিল। ইঙ্গ-জাপান চুক্তির পর জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুগুন বেড়ে যায়। জাপানি নেতাদের সাথে ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিয়োডর রুজভেল্টের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা মনে করেছিল যে দূরপ্রাচ্যে জাপান রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মদত ও সমর্থন জাপানকে রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করেছিল। এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের সমর্থন না পেলে জাপানের পক্ষে বৃহৎ শক্তি রাশিয়ার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হত না।

জাপান ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের মতে ডব্লিউ. এল. ল্যাঙ্গার মনে করেন যে আত্মরক্ষার তাগিদে জাপান যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কূটনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হলে ১৯০৪ খ্রীঃ ১০ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ও জাপান পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছিল। রাশিয়া পরাজিত হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৯০৫-এর ৫ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত পোর্টসমাউথের সন্ধিতে রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়।

<u>পোর্টসমাউথের সন্ধি</u> ঃ পোর্টসমাউথের সন্ধির শর্তগুলি হল— i) রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক স্বার্থকে স্বীকার করে নেবে। ii) চীন মাঞ্চুরিয়া ফেরত পাবে। কুয়ান্টুং লিয়াওটুং এবং মাঞ্চুরিয়া রেলপথের দক্ষিণ অংশ চীনের সম্মতি

স্বার্থের অধিকার অস্বীকার করেছিল। আর কোরিয়ার ক্ষেত্রে জাপানকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয় নি।

রুশ-জাপান যুদ্ধের আরেও কারন ছিল। ইঙ্গ জাপান চুক্তির পর জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুগুন বেড়ে যায়। জাপানি নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিয়োডর রুজভেল্টের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা মনে করেছিল যে দূরপ্রাচ্যে জাপান রাশিয়ার সাম্রাজ্য বাদী আগ্রাসন প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মদত ও সমর্থন জাপানকে রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করেছিল। এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের সমর্থন না পেলে জাপানের পক্ষে বৃহৎ শক্তি রাশিয়ার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হত না।

জাপান ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের মতে ডব্লিউ. এল. ল্যাঙ্গার মনে করেন যে আত্মরক্ষার তাগিদে জাপান যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কূট-নৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হলে ১৯০৪ খ্রীঃ ১০ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ও জাপান পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছিল। রাশিয়া পরাজিত হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৯০৫-এর ৫ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত পোর্টসমাউথের সন্ধিতে রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়।

<u>পোর্টসমাউথের সন্ধি</u>ঃ পোর্টসমাউথের সন্ধির শর্তগুলি হল— i) রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক স্বার্থকে স্বীকার করে নেবে।
(ii) চীন মাঞ্চুরিয়া ফেরত পাবে। লুসুন, লিয়াওটুং এবং মাঞ্চুরিয়া রেলপথের দক্ষিন অংশ চীনের সম্মতি

জাপানের সমরবাদ

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের ঘটনা সমসাময়িক ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনা জাপানের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে [illegible] প্রভাবিত করেছিল। মাঞ্চুরিয়াতে সফল সামরিক অভিযান সে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

১৯৩২-৩৭ খ্রী: পর্যন্ত জাপানে সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনার প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছিল, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য, দেশের রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য এই পরিবর্তন সম্ভব হয়, তাছাড়া আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রভাব ও দেশের অভ্যন্তরীণ দায়ী ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাহিনীর শাসনতন্ত্র মৌলিক পরিবর্তন চাইতে থাকে। চোসু ও সাতসুমা সম্প্রদায় বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় পদগুলি অধিকার করেছিল, তাদের মৃত্যু ও অবসর জনিত কারণে অর্থাভাবযুক্ত ছোট ভূস্বামীরা ঐ শূন্য পদগুলি পূরণ করেছিল। অর্থাৎ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেনাপতি, আরাকি, মাজাকি আয়াসি ইত্যাদি, বাহিনীর নেতা ও সদস্যদের পরিবারবর্গ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে সরকারকে এর জন্য দায়ী করে সর্বক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করে এরা অভিজাত পরিচালিত প্রশাসনিক কাঠামোতে ভাঙন ধরাতে চেয়েছিল।

এরা রাজনীতিতে অংশ নেয় "একদল ও এক দেশ" এই আদর্শের ভিত্তিতে। বাহিনী পুঁজিপতি অর্থনৈতিক কাঠামো ও দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশকে পরিচালিত করবার সংকল্প নেয়, এরা ভেবেছিল সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধন করে তারাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম। সুতরাং সেনাবাহিনীর হাতে শাসন ভার অর্পিত হওয়া উচিৎ।

বাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। জাপানের রাজনীতিতে দঃপন্থীদের প্রতাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এরা প্রচার করেছিল যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থ, সংহতি ও বিপদ সম্পর্কে উদাসীন। শুধু দঃপন্থী নয়, দেশের বুদ্ধিজীবিরাও রাজনৈতিক দলের [illegible]

এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল ঠিকই, তবুও যুদ্ধের ফলে জাপানের জাতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। যুদ্ধে জাপানের অসংখ্য জীবনহানী ঘটেছিল, তবে জাপান রাশিয়ার কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেনি। ফলে জাপানে তত অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। জাপানের জাপানের কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে রাশিয়াতে তীব্র গন-অসন্তোষ দেখা দেয়। সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে এক গন অভ্যুত্থান দেখা দেয়। জার এই অভ্যুত্থানকে দমন করতে সক্ষম হলেও জারতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

রুশ জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় পাশ্চাত্য শক্তির অপরাজেয়তার কাল্পনিক গর্বকে ভূ-লুন্ঠিত করেছিল। ফেয়ারব্যাঙ্ক লিখেছেন যে জাপানের বিজয় সমগ্র এশিয়ার জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছিল। চীন, ভারত, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদ এর ফলে উৎসাহিত হয়। জাপানের নজির পূর্বের দেশগুলিকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করতে উৎসাহিত করেছিল। বঙ্গদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। চীন জাপানের জয় থেকে অনুপ্রানীত হয়। চীনের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাপতি ত্যাং চিয়েন প্রচার করেন যে জাপানের জয় হল সাংবিধানিক পদ্ধতির জয়, স্বৈরতন্ত্রের পরাজয়। সান ইয়াৎ সেন জাপানের বিজয় থেকেই জাতীয়তাবাদের পাঠ নিয়েছিলেন। এশিয়ার সাধারন মানুষের কাছে জাপানের এই জয় ইউরোপের উপর এশিয়া বিজয়ের বার্তা বহন করেছিল।

মেইজি সংবিধান অনুসারে স্থল ও নৌ-বাহিনীর মন্ত্রীদ্বয় সরাসরি সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারত ও পরামর্শ দিতে পারত। মন্ত্রীদ্বয় জাপানের সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করান যে বর্তমান পরিস্থিতি সামরিক শাসন অনুমোদন ও সমর্থন (যোগ্য) ফলে সম্রাট দ্বারা সমর্থিত হয়। এর ফলে জাপানের সামরিক বাহিনী সহজে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করে।

জাপানে বিভিন্ন কারণে সামরিক শাসনের পূর্বাভাস দেখা যায়। সামরিক কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক দলগুলির আত্মনিষ্ঠ সংগঠন যা ছিল না। এ সময় জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মিন-সেই-তো দলের প্রতিনিধি। ১৯৩২ খ্রী: মিনসেইতো এই দল পরিত্যক্ত হয় এবং তার স্থানে সেইয়ু-কাই দল। এদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন "ইনুকাই", কিন্তু আততায়ীদের হাতে তাঁর মৃত্যুর পর জাপানে সামরিক শাসন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শুরু হয় সামরিক শাসন (১৯৩২—৪৫ খ্রী:) (মে—১৯৩২— এপ্রিল ১৯৪৫ খ্রী: পর্যন্ত)।

এ সময় জাপানে কতকগুলি জাতীয়তাবাদী সমিতি গড়ে উঠে। এদের লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট শক্তির ধ্বংসকরণ; এশিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা করা। সামরিক শাসনের সময় দু: পক্ষীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সামরিক শাসনকালে বিদ্রোহের সৃষ্টির ফলে বাহিনীতে দুর্বলতা দেখা দেয়।

সামরিক শাসনকালে জাপানে কৃষকদের জীবনে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু উৎপাদনে জাপান অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়ে ছিল। অর্থনৈতিক মন্দার (1929) কারণে জাপানে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল।

শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ সময় জাপানে প্রভূত উন্নতি হয়। শ্রী জি: হিলারের মতে, চারটি মূল কারণে জাপানে বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছিল। এগুলি হল— ① স্বল্পমূল্য (মুদ্রাস্ফীতি) নীতি ② শিল্পকারখানার শিল্পের আধুনিকীকরণ ③ সরকারী পরিকল্পনা এবং ④ জাপানের শ্রমিকদের মজুরি (দু: পৃষ্ঠা ১৫০)।

জাপানের অভিজাতবর্গ সম্পূর্ণ শিল্পের সাথে যুক্ত না থাকায় জাপানের সামরিক শাসন জনগণ বা শিল্পপতিদের দিতে পারেনি। বৃহৎ শিল্পগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করত। এছাড়া কানাডা, ব্রিটেন ও আমেরিকার জাপানের দ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। শিল্পায়ন ও জনসংখ্যার চাপ জাপানের সামরিক শাসনকে বাধ্য করেছিল বিদেশী বাজার অনুসন্ধান করতে। পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরোধিতা জাপানকে বাধ্য করেছে অর্থনৈতিক সমাধান খুঁজতে। এরই ফলে ঘটে যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে চীন-জাপান যুদ্ধ যা শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। সামরিক শাসন ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও গণতন্ত্র বিরোধী। এই সময়টি জাপানের ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যকা নামে অভিহিত করা হয়।

— X —

In which year and among whom was the Tripartite Axis pact signed? Why was Japan defeated in the Pacific war? 2+4

ত্রি-পাক্ষিক অক্ষচুক্তি কত খ্রীঃ এবং কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপান কেন পরাজিত হয়েছিল? ২+৪

ত্রি-পাক্ষিক অক্ষচুক্তি ১৯৪০ খ্রীঃ ২৭ শে সেপ্টেম্বর জাপান, জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, এদের কমিনটার্ন বিরোধী চুক্তিতে সামরিক শর্ত ভিত্তিক মিত্রতা স্থাপিত করলে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি গড়ে ওঠে।

১৯৪২ খ্রীঃ জুন মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপান প্রথমবার পরাজিত হয়, কিন্তু ১৯৪৫ খ্রীঃ মে মাসে জার্মানী আত্মসমর্পন করলেও জাপানের উগ্র দক্ষিণপন্থী নেতারা আত্মসমর্পন করতে চায়নি, অবশেষে ১৯৪৫ খ্রীঃ ৬ই ও ৯ই আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকা আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলে ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের শোচনীয় পরাজয়ের পেছনে কতকগুলি কারণ ছিল.

(১) জাপান আমেরিকার শক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় তার অবমূল্যায়ন করে মার্কিন শক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে; জাপান মনে করেছিল যে যুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী হবে আমেরিকা যুদ্ধ উদ্যোগের বিশেষ সুযোগ পাবে না, এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তারা যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, সুতরাং আমেরিকাকে পরাজিত করতে জাপানের অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন নেই — এই ভুলের মাশুল জাপানকে দিতে হয়,

(২) আমেরিকার আগে জাপানের যুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা ছিল, জাপানের জাহাজ (যুদ্ধজাহাজ) সংখ্যা ও উন্নত মানের নৌবাহিনীর যুদ্ধের সময় শেষ হয়ে যায়, তখন মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের আগে ~~আমেরিকা~~ জাপান পাল্লা

আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতীয় সরকার সাধারণ নীতিগতভাবে বা সহায়ক হলেও তার বিশেষ কিছু অভিপ্রায় প্রকাশ হয়। যেমন - উদ্বাস্তু দেশের তিব্বত নীতি [illegible] [illegible] উন্নত হল জনগণের ভিত্তিতে ও এই নীতি উপস্থাপন করা হয়। চীনের [illegible] [illegible] সুতরাং এই অভিপ্রায়ের প্রতি প্রচার করে আর সুরক্ষিত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব হতে হবে। [illegible] সরকারের [illegible] উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিক সমস্যার প্রতিরোধ করা। বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমস্যা এই সরকারের উদ্দেশ্য ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে সমস্যার সাহায্য দিলেন। বিশ্বের সাহায্যকারী দেশ। তাই ভারত আজকের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে।

ওয়াশিংটন সম্মেলন কি অর্জন করার চেষ্টা করেছিল? এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যগুলি কি পূরণ হয়েছিল

চীন-জাপান ও রুশ-জাপান যুদ্ধের সাফল্যের পর জাপানকে সাম্রাজ্যবাদের পথে উৎসাহিত করেছিল। ১৯২১ সালের মধ্যে জাপান উত্তর ও দক্ষিণের সমস্ত সমুদ্রের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। জাপান এখন প্রাচ্য দেশে আধিপত্য বিস্তার করার মতো অবস্থায় পৌঁছায়, ১৮৯৫-১৯২১ খ্রীঃ মধ্যে জাপান তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা চীনের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিপন্ন করে নি; চীনকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগীদের চেয়ে কয়েকধাপ এগিয়ে যায়, পূর্ব এশিয়াতে জাপানি আগ্রাসন, মার্কিন মুলুকে জাপানী অভিবাসন সমস্যা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে, ১৯২১ খ্রী আমেরিকা দূর-প্রাচ্য নৌ-শক্তি সমস্যার প্রস্তাব দিয়ে মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনে ১১ই নভে; ১৯২১ খ্রী: এক সম্মেলন আহূত হয়, রাশিয়া বাদে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলিকে আমন্ত্রণ করা হয় (ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, পর্তুগাল, হল্যান্ড, চীন, জাপান - আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র)।

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এই সম্মেলন অত্যন্ত সফল বলে বিবেচিত। এই সম্মেলনের সাফল্যের দুটি বড় দিক হল জাপান-কর্তৃক চীনকে শানটুং প্রদেশ ফিরিয়ে দেওয়ার সাথে পঞ্চশক্তির নৌ-চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নৌ-বহর বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বন্ধ করা, ফলে দূর প্রাচ্যে শান্তি রক্ষার আশা কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রাক্-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থা ফিরে এসেছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে, যে সন্তুষ্টি চীন ভার্সাইতে লাভ করতে ব্যর্থ হয়, তা সে ওয়াশিংটনে অর্জন করেছিল। [At Washington China received the Satisfaction She had failed to obtain at Versailles. — Richard Story]। অর্থাৎ চীন তার হারানো সম্মান ফিরে পায়।

১৯০২ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি আমেরিকার ~~[illegible]~~ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে দীর্ঘ বিশ বছর পরে এই ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তির অবসান ঘটে। ১৯১৫-১৬ খ্রীঃ নাগাদ জাপানের আগ্রাসী নীতি আমেরিকাকে ক্ষুব্ধ করেছিল কারণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল জাপান, অন্যদিকে ১৯০৫ খ্রীঃ পর থেকে জাপানী শ্রমিকেরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, স্থানীয় জনগণ এই অভিবাসন বন্ধের জন্য মার্কিন সরকারকে চাপ দিতে থাকে, ওয়াশিংটন সম্মেলনে ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রী: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে এক চতুঃশক্তি সম্পাদিত হয়, যাতে বলা হয়, যদি এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ~~[illegible]~~ তারা পরস্পরের অধিকারের মর্যাদা দেবে, এবং কোন সমস্যা হলে আলোচনার